বৃষ্টিদগ্ধ লাল

নির্ঝর নৈঃশব্দ্য

বৃষ্টিদগ্ধ লাল

নির্ঝর নৈঃশব্দ্য

বৃষ্টিদগ্ধ লাল

Brishtidagdho Laal
(A collection of Poems)
by
Nirzhar Noishabdya

রচনাকাল
২০০৩-২০১০

ই-প্রকাশ
বৈশাখ ১৪১৯

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
লেখক

ই-প্রকাশক
বইয়ের দোকান
www.boierdokan.com

ফারহানা আকন্দ
প্রিয়তম সুন্দর

নির্ঝর নৈঃশব্দ্য
জন্ম: ২৪ আগস্ট ১৯৮১, কক্সবাজার, বাঙলাদেশ। পড়াশোনা: চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এ চিত্রকলা। প্রকাশিত বই: পাখি ও পাপ (কবিতা), শোনো, এইখানে বর্ষাকালে বৃষ্টি হয় (মুক্তগদ্য), ডুবোজ্বর (কাব্যগল্প)।
সম্পাদনা: স্বপ্নান্ধশব্দাবলি (কবিতার কাগজ), জলপত্র (কবিতার কাগজ), চারপৃষ্ঠা মেঘ (কবিতার কাগজ), মুক্তগদ্য (মুক্তগদ্যের কাগজ) ইত্যাদি। যৌথ সম্পাদনা: প্রথমস্বর (প্রথমদশকের কবিতা সংকলন)।

যোগাযোগ : 01717619286, nirzharnoishabdya@gmail.com

২৯০৫০৩

একটা রাত্রি পার হয়। অন্যরাত্রি ঝুলে থাকে দৃশ্যলোকে। আগুনভাঙা মেঘের কাছে– বৃষ্টি এলে হঠাৎ করে– বলবো তারে সুখের কথা। সুখ বুঝি তার পত্রালিকা– ঝড়ো হাওয়ায় উড়ে এসে– পড়লো যখন হাতের ভাঁজে– আমার হাতে লুকিয়ে নিলাম– লুকিয়ে নিলাম আপন করে। তার সাথে দেখা হলে পাতাটা ফিরিয়ে দিলাম। শুধালো সে, কোথায় পেলে? বললাম, ঝড় দিলো; কীসের জানি না, গাছের নামধাম জানি না। সে কি বৃক্ষ কোন কানন অথবা অরণ্যের সেইজন? একটা রাত্রি পার হয়ে যায়; অন্যরাত্রি হা করে থাকে– মৃত্যু আনে না, আনে না জীবন। উল্লুকের গানে স্বরবিতানও ভদ্র মেঘ। পাহাড়চুড়ো জড়িয়ে রাখে ভালোবেসে। সাতস্বর সাতসুরে ভেসেছিলো মাটি কোন গোলার্ধে! উজ্জয়িনী হেসে শুধায়, কেমন আছো সখা। মাটিও লজ্জা পায় আমার সাথে। প্রাণের কথা কেনো সাজানো মনে হয়, বুকের তলে কেনো ঘনে উজ্জয়িনী লয়।

সুখ বুঝি তার পত্রালিকা, আমার মলিন খাতার ভাঁজে, দরিদ্র এই বুকের ভাঁজে– সকাল সাঁঝে জেগেছিলো একটি পাতা, অচিন সবুজ পত্রালিকা– সেই পাতাটা তাকে দিয়ে নিঃস্ব হলাম যখন আমি– মেঘলা হাওয়ায় বিজলি এসে পুড়িয়ে দিলো বুক যে আমার– ঝলসে গেলো দুচোখ আমার– কীভাবে কোন ঝড়ো হাওয়ায় হারিয়ে গেলো কাব্যগুলি, আমার একার দীপাবলি। এখন কেবল অন্ধকারে সাঁতরে বেড়াই; সন্তরণে যাই ডুবে যাই।

যদিও সাঁতার ভুলে গিয়েছে মন অনেকদিন– যদিও মৃত্যুও কাঙ্ক্ষা জেগেছিলো একদিন; জেগেছিলো তৃষ্ণাহত চোখের ভাঁজে– যদিও কাউকেই কোনো কথা দিই নি অথবা নিই নি কোনো কথা– যদিও কেউই ছিলো না আলোর সমীপে– আমি ছিলাম এই যে আছি।

ভোরগুলি রোজ ভোরের বেলা– তামাটে রোদ জড়িয়ে রাখে; হেসে উঠে উপহাসে। কেনো হাসে তা জানি না। রাতুল নদী শিরায় চেপে– ফেরারী দুই চক্ষু রেখে– দুরের দিকের দিগন্তকে– আগলে আনি দিঠির ভাষায়। কোন সে আশায়, কিসের আশায় রক্ত জ্বলে অস্থিরতায়, মৃত্যুমধুর আড়ষ্টতায়। কী গান বাজে ওষ্ঠাধরে, দেহের নদে? রোজ কে কাঁদে ছায়ার গানে– সকালদুপুর মৃত্যুমধুর?

মৃত্যু কখনো বা মধুর হয়। হয় নাকি? রামধনুপথে উড়ে চলে কার, কোন সহোদরার দীর্ঘশ্বাস, কোন পথ ধরে উড়ে মেঘের পাল্কি? সে কি গাছ নাকি বৃক্ষজন? ঝড় এনে দিলো একটি পাতা, এলোমেলো পদ্যখাতা। তখনো সবুজ তবে– হলুদের কাছে যাবে। হলুদ উজ্জয়িনীর প্রিয়তম চোখপাখি, একা।

২৭০১০৪

যেদিন তুমি প্রথমরৌদ্রের তলে আমার চোখের ভিতর তাকিয়ে বিস্ময়ে থ– দেখলে আমার দুইটিচোখ হয়ে আছে অশোকের বন– এর আগের রাতে জেনো, আমার সহবাস ছিলো দুর আকাশের এশটিমাত্র তারার সাথে; নাম অরুন্ধতী। তারাটি জেনো, একদিন অগ্নিতেও ভুলে নি। আমার সুখের ভিতর তখন শেষরাত্রির ভয়ানক অসুখ। আমার করতলে তখন সুন্দর অগ্নি জ্বলে। আমার পাঁজরের বনে তখন দাবানল। ক্লান্তি যেমন সুখের উল্টরাধিকার– ক্লান্তির উত্তরাধিকার বহ্নিমান চিতা। তারাটি আমার চোখের ভিতর আগুন ঢেলে– আমার দুইটিচোখে অশোক জ্বেলে দিয়ে ফিরে গেলো। একজন একদিন আমাকে একটি অশোকগাছের সাথে তুলনা করেছিলো। তারাটিও তেমনই ভেবে উড়ে গেলো দুরে আশয্যানদীচর আমাকে ফেলে। বোটানিতে আমার পাশে হাঁটতে হাঁটতে একজন বলেছিলো, অশোকগাছের বাইরেটা বিধ্বস্ত কেমন যেনো ঠিক তোমারই মতো ইত্যাদি। সে বুঝিয়েছিলো গাছটির ভিতরে একটি দীর্ঘনদী আছে রঙের নদী। নদীর কথা থাক। রাত্রির গল্পই বলি আবার। তখন তারাটি ফেরারি বৃষ্টিপাত। আমার চোখে ভাসছিলো তোমার মুখ। আমার চোখে তখন তুমি– তুমি হুডখোলা রিকশায়। তোমার চুল উড়ছে এলোমেলো হাওয়ায়। তুমি তখন হলুদজামার খাপে লুকিয়ে রেখেছো সমুদ্র আর রোদের শৃঙ্গার। তুমি তখন তিমিরাহত অনিন্দ্য। তুমি তখন নির্ঝরগায়ত্রী অবিরাম বেজে যাচ্ছো বাদামিপাতার মর্মরে। তুমি তখন হাসছিলে ঝরাপাতাদের সাথে। তুমি ভাসমান মৃত্যুর সহোদর বোন তখন। তুমি তখন কাঁদছো নীরবে। তোমার আস্তিনে শিশির ফুটে আছে গোপনকান্নার জল। কখনো দুখস্বপ্ন দেখে আমাকে লিখছো প্রথমচিঠি। কখনোবা কিশোরপ্রেমিকের হাত ধরে পালিয়ে গেছো যেকোনোপাহাড়ে। লুকিয়ে আছো অসূর্যম্পশ্যানবীনবালিকারতিঘুম। মেঘদুত এসে তোমার কানে কানে বলে গেছে আমার কথা। তুমি তখন আমার সমুখে রয়েছো দাঁড়িয়ে– তুমি ধুলিকণা, চির বৃষ্টির প্রতীক্ষা। বিস্ময়ে তুমি থ। দেখছো আমার দুইটিচোখ হয়ে আছে অশোকের বন আর আমি তোমাকে শোনালাম ওইপুষ্পের ইতিহাস।

দিন শেষ হয়ে আসে। উত্তরের বাতাসে লেগেছে রঙ। একটি পূর্ণিমার পর গাছে গাছে নামবে পাতা আর ফুলের ভয়ালমিছিল। তখনও কি তুমি রামধনুযাতনায় থরথর; তখনও কি তুমি অনেকঘুমের আশে বন্দনারতলেবুপাতারোদ? তবে আমার কিছুই করার নেই। চোখের দিব্যি আমি কবিতায় একদিনও করি নি ছল; যদি মিথ্যে ভাবো তোমার চোখে ছিলো না একদিনও সমুদ্রের জল।

০২০৬০৪

কতোখানি বৃষ্টি এলে একজন নির্ঝর ভিজে– কতোখানি মেঘ ভাসলে মাঠের চোখে ছায়া পড়ে– কতোগুলি ঝরাপাতায় মর্মর শব্দ হয় ঝাঁপতাল– কতোগুলি প্রহর বিকেল আর সন্ধ্যাকে করে মোহময়– কতোখানি জল ভুলিয়ে দেয় একটি মদের বোতল– কতোখানি কান্না জানিয়ে দেয় যাপনের মানে– কতোগুলি ফুল বকুল হলে বাতাস রাঙে– কতোখানি কাঁপন অধরে বাজলে একজন মানুষ কাঁপে– কতোখানি বুক আবাদি হলে শস্যের ঘ্রাণ হয় অভিমান– কতোখানি অভিমান লেলিহান হলে বিচ্ছেদ হয় দিগন্তের গান– আমি জানি না। সেইসব আমার কাছে ছিলো না বলি নি একদিনও– ছিলো তা অথৈ নিবিড়। শুনে একজন বললো, হারিয়ে গেছে বুঝি? তারপর চুপ। আমার হারানো সকাল খুঁজি নি তো আর! কেবল শুধালাম একদিন ঝিকিমিকি রোদের কাছে। সেও হেসে চুপিচাপ থির। তারপর বললো, যাই।

১১০৩০৫

ঝড়, তুমি ঝরাপাতাদের সুদিন। যাও, স্বপ্নের কাছে যাও। পালকে তোমার রঙিন রঙিন। যাও, বৃষ্টি মাড়িয়ে যাও। উল্লাস সাজাও খানিক। টানে টানে ঘূর্ণি অধীর। উজানে অস্থিরতা। ঝরাপাতা তোর বুকের খাতা। বুক উড়ে। তোর স্তনে ভুল। তোমার চুল নিঝুম ঘাসফুল। তোর খোলাপায়ে আলতারাতি। উড়নায় বাঁধা স্বপন রঙিন। ঝড় এলো। আহা সুদিন।

১৫০৩০৫

আমিই তাকে প্ররোচিত করেছি। সে বৃষ্টির গন্ধ চুরি করে এনেছিলো আমাদের দেশে। সে বৃষ্টি হয়ে ঝরছে এখন। সে আমার দরোজায় দিয়েছে তালা। আর জানলাটা খুলে দিয়েছে আমার চোখের সামনে।

১৭০৩০৫

এইটুকু বৃষ্টি লিখে ক্লান্ত হয়েছি। এইটুকু গন্ধ ছুঁয়ে কুসুম। পুষ্পের মৃত্যুতে কেঁদেছে ফুলারণ্য। তুমি অন্যঘরে। বসত অদূরে ঝিলমিল। শাখাপ্রশাখায় পাতারা অস্থির। আমি এইটুকু বৃষ্টি লিখেই ক্লান্ত হয়েছি। এই ক্লান্তি নিয়ে তোমাকে কতোখানি ছোঁয়া যায়।

৩০০৪০৫-৪

দিনভর বৃষ্টি হলে একটা কাক আর ভিজতে পারে না। চুল খুলে টাঙিয়ে রাখে উনুনের ধারে। উনুন একটা বৃষ্টিদগ্ধ সূর্যমুখি।

০৯০৫০৫-১

সেইসব হারিয়ে গিয়েছিলো। ফিরে পাওয়ার রাতে তারাটি পতন। আকাশের হাসিতে বৃষ্টির প্রশ্রয়। পরিণত চোখ ঘুমের আকূলতা। পরিণত চোখ রাতজাগা ঝিঁঝি। ছিলো কবে পূর্ণতার আকাঙ্ক্ষা। বিদেহি হাত ঘুরে ঘুরে বাতাস ক্ষয়। জলাঘাতে ছিলো এতোটুকু ভয়। আর আকাশের হাসিতে বৃষ্টির প্রশ্রয়।

০৯০৫০৫-৩

ঘিরে এসো বৃষ্টিদল। ঘিরে এসো মহাজল। ঘিরে এসো বহতা সুন্দর। এইসব ঘিরে পুনর্বার জন্মাও। নাও। জমাও। এই সময় উৎসবে অক্ষয়। এই কাব্য ভাসায় পাথর। পাল্টে যাক ঘরখড়। বলো নীল চোখে শ্যামল। জানলার দোহাই, ভেঙে চলো দরজার গরাদ। ঘনাবে না রাত। ঘিরে এসো। আর ধরো এই হাত– ছাড়ো এই হাত।

০৯০৫০৫-৫

রিনরিনে চোখের ঘেরে কেউ টেনেছে কাজল। কাজল, তোর ঘরে জল করে চিরদিন ছল। তোর বর্ষা তো বৈশাখে খটখটে খরাকাঠ। তোর ঘাসে আদিগন্ত হলুদ পড়ে আছে মাঠ। কাজল, তোর ঘর চিরদিন করে তোকে পর। কার চোখের পরে তবে তার কেঁপেছে অধর?

১৩০৬০৫

ওইখানে যাবো না। ওইখানে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি ফুল হয়ে ফুটছে বনে বনে। বনের গন্ধ আসছে এইখানে। আমি যাবো না। আমার স্যাঁতসেতে বিছানায়। কালিঝুলিকাঁথার নিচে ওম নেবো ক্লান্তির। যদি ধীরে ধীরে মঙ্গলের গান উঠে বাতাসে। শুনবো চুপিচাপ। কান্নারতনদী দুরে বয়ে যাক। আমি তার অশ্রু হবো না। দুরের পথের রেখা যেপদচিহ্নের আশে থেমেছে বাঁশবনে– বাঁশবন আমার মাথার চুল– নিবিড় শুয়ে আছে আমার সাথে; আমি যেতে পারি না।

২৪০৬০৫

এমন নিভৃতসুন্দরের বিষ ছড়ালে চারপাশে! এইপাশে পাহাড় নামে। দুরন্ত দুরের টান এনেছিলো আয়োজন। এখনো আনে। ওইপাশে সকাল নামে। সকালের ক্ষতচোখ অবিমল সুর– ধরে থাকে বন্ধ্যাসুদুর। এইলিপ্সা অযাচিতঅক্ষরের গর্ভপাত। শেষরাতের বৃষ্টিপাত যা দেয় নি– পুনর্বার মৃত্যুর পর জন্মের প্রতিবেশী হতে সাধ জাগে। তারও আগে রাত্রিকে ছুঁয়েছিলো যে-শাদাহাত– পদতলে ধরেছে সে সবকটা রাত।

২৪০৬০৫

বসো রাত মুখোমুখি রাত্রির মতন। বসো ঘুম– চোখজুড়ে বসো স্বপ্নের গোপন। বৃষ্টি বসো– ভিজিয়ে দাও বামপাশে খরা আকাশ। ঝড় এসো ছুঁয়ে যাও রাত, ছুঁয়ে থাকো প্রভাত। কাঁপো দিগ্বিদিক। ঝড় এসো, জানলায় হানো। ঝড় এসো, দরজায় টানো– খুলে যাক দ্বার অবারিত পথ।

এসো রাত মুখোমুখি বসি। রাত্রি হও তারপর। খোলো চপলহরিণ শরীরের। ক্লান্তি তুমি ঘামের গন্ধে এসো; এই বিষবাষ্পে বাঁধো ভোর। শুধু বিষাদ আসে আনন্দের পাশে। আনন্দ জুয়াচোর।

০২০৭০৫

বৃষ্টি হয় কচুপাতার বনে। বৃষ্টি হয় তোমাদের মনে। তবু এ চাতকজন্ম তোমাকে দেবো না প্রিয়। কোকিলের কাছে গিয়ে ক্লান্তি সেরে নিও।

২৬০৭০৫

তিনটি বৃষ্টিপাতের পর আর ইচ্ছে করে না। মেঘগুলি ঢেকে দিই ক্লান্তরোদের বাকলে। তারপর ঘেমে উঠি অর্থহীন অভিমানে। আমার অভিমান তিনটি বকুলের বদলে একদিন কিনেছিলো তিনটি বৃষ্টিপাত। ওটাই নিজস্ব বলে ঘটাই। বাকিটা আমার নয় জেনে পুড়ে যাই অর্ধেক। বাকিটা পড়ে থাকে বিছানার মৌন চাদরে। আমাকে টানে না তা।

০৯১০০৫

কিছু কথা বলবো। কথারঙ চোখের চাদর বিছিয়ে দিও মাটির উপর। আমি মুখোমুখি বসে চোখ ছুঁবো কিছু কথায়। তুমি নিশ্চিত নও– নিশ্চয়তা চিলের ডানায় মেঘমদির শব্দ। আমিও অনিশ্চিত। ছায়াহরিণ শব্দ শব্দ শুনে ভুলেছি। ওই শব্দের কথারূপ দেবো বলে ভেবেছি। ভেবে তোমার জানলায় রেখেছি সুনীল আবেদন। কথারঙচোখের চাদর বিছিয়ে দিও– আমি বসে ভুলে যাবো নাহয় কিছুকথা।

০১১২০৫

জেনেছি তাকে তুলবো না বীণায়। তারপরও আচানক তাকে দেখা যায় শীতলসন্ধ্যার একচিলতে গহ্বরে। সাতস্বরে বেজে উঠে যেনো বা স্তব্ধভোর। ঘরছাড়াচোখ পড়ে থাকে ভোরের কোলে। ইদানীং জলের সাথে কথা বলি; পাঠ করি জলের কোমলতা ইত্যাদি। একদিন সন্ধ্যায় সে ছিলো টলটলে দিঘি– অশ্রুমাধুর্য। অথবা নিঃসীম শান্তি হয়ে ছিলো দ্বীপি– জলের স্বরলিপি।

১০১২০৫–১

আমাকে ঘুমোতে না দেখে কেনো তুমি জেগে থাকো, অন্ধবকুল? এখানে তোমার কাজ নেই। এখানে জলের বুকে সবুজ ভালোবাসা। এখানে জলের বুকে ছড়ানো নম্রচাদর। তুমি যাও। আলোগৃহে আঁধার পুড়ছে দেখে এসো। তারপর গোধূলিলগ্নে ঘুমশয্যা। শয্যা খুলে ছড়িয়ে দেবো রূপকথা। ছড়িয়ে দেবো তোমার চোখের দেশে। ওইদেশ অদ্ভুতশান্তি হয়ে থাকে। ওইদেশ পৃথিবীর তিনভাগ ধরে রাখে। আলোগৃহ উজ্জ্বল তোমার ছায়ায়, আমি জাগি তোমাকে পাহারায়।

১৩১২০৫-২

আমি জাগি রাত্রি ঘুমায়। তুমি জাগো রাত্রি ঘুমায়। আমরা দুজন হিমরাত্রির পাহারাদার– এপার ওপার ভস্মবনবাসে। তুমি ধরে আছো মাটিগন্ধ উষ্ণতা। আমি ধরে আছি শীতল আগুন। আগুনগন্ধে কাঁদে যে চন্দনের বন– ওখানে তুমি যেতে পারো; আমার প্রবেশ নিষেধ।

১৪১২০৫-৪

মূর্তিগুলি ফেলে দাও জলে– জলাঞ্জলি হবে। এই চোখের পাথরকণাকে দাও জলের দেহ। মৃন্ময়ীহাতে সরাতে হয় পাথর। শীতরাতে বৃষ্টি দাও অসীম কুয়াশায়। কুয়াশা পুণ্যবতীচোখের আড়াল হোক। আমার নগ্নদেহ স্নান চায় জল আর আগুনের, পর পর। ক্লান্তির প্রার্থনা পাথরে প্রতিধ্বনি তোলে– ফিরে আমার ইঁদারায়।

১৫১২০৫–২

শব্দগন্ধসন্ধ্যায় যেগান পৃথিবীকে আবেষ্টন করে– আমার কাছে ছিলো তা ত্বকের নীচে, রক্তের নদীতে। কেউ শুনে নি এমন পুরবীবেলা মাধুর্য। ওরা গানের পথ ধরে গিয়ে ছিঁড়ে ফেলে গানের রেখা। যাকিছু আঁকা ছিলো রোদের গায়ে– দুডানাচিলকে করে সিক্ত কথকতা। ওরা ছাতা মাথায় সেজে থাকে বৃষ্টির দেবতা।

১৯১২০৫–৪

একদিন যদি বসন্ত আসে– আমি কারো পায়ে চলা পথ হবো। অন্তহীন বাতাস এসে কুড়িয়ে নেবে প্রিয়তম ধূলিকণা। আমি তার পায়ে ভেঙে দেবো নিঃসঙ্গাদুপুর। সুদুরপুরের পথে প্রত্যহ বান ডাকে স্মৃতির অবাধ্য মাধুর্য। থেকে থেকে পড়ে থাকে মরা দুই শালিকপাখি। তারপরও একদিন যদি বসন্ত আসে!

২৪১২০৫

শূন্যতা গানের সুর ধরে গ্রাস করে তার ললিতশরীর। সে আর থাকে না শিশিরাহত ধূলিকণা। কুয়াশার রহস্যময় কাঁথায় অলকানন্দা হয়ে ফোটে। পৃথিবীকে উপহাস করে কোনোদিন তাকে ছুঁয়ে দেবো ঠিক। আমার বরফের নদী জল হয়ে ভেসে যাবে তাকে ছেড়ে। আমার বুকে ভাসবে মহিমাময় হলুদ পুষ্পকুসুম। ধূলিকণা এসো, শূন্যতার বুকে আততায়ী হয়ে বসো অলক্তরাগ– নিশ্চুপ শুদ্ধতায়।

২৫১২০৫

প্রথমবৃষ্টির দিন তাকে শুধাই, ঝড়! তার পরনে কলাপাতা শাড়ি, ভস্ম তার পাড়, পাড় ঘেঁষে অলক্তরাগ চরণ। মিছিলের পরিমাপে সাজানো জীবন। মেঘের পরতে ভাসে রোদের অবাধ্যভূমি। কারো অধর ছুঁয়ে চোখের উড্ডীনতা মেপে ফেলা। দাবীদাওয়া বুকপকেটের লেখা। স্মারকলিপিতে কালো অক্ষর যন্ত্রণা। তোমার কাঁপন দেখে ভুলে যাওয়া অভিমান। অচেনা বাগানের মতো মনে হওয়া বন। বনডাহুকের সবুজচিৎকারে থেমে যাওয়া ধ্যান। অবশেষে ভেঙে পড়ে ছাতিমপাতার ছায়া। ক্রমশ অরণ্য হয়ে উঠে আমলকীর বন– ঝড়ের উন্মাতাল প্রতীক্ষায়।

০৮০১০৬

কেনো না আমি বৃষ্টির গন্ধ চিনে শীতের কাছে এসেছি। যাকিছু শূন্যতা আছে আমার রক্তের ভিতর– কম্পমান সমুদ্র হয়ে দুলছো পূর্ণতার প্রতুলতায়। সুন্দর, তুমি অন্ধ অসুখের দেশ হতে এসে ঝিরিঝিরি শয্যা জ্বেলে আমাকে রোপন করলে আরোগ্য প্রান্তরে। সঘনসন্ধ্যা অস্থির আর শীতার্ত প্রতিবেশকে পরিতাপ দিলো। তোর হাতে ছিলো উষ্ণতার খড়কুটো বৈভব। তুমি চুপিচাপ ধরে রেখো চৈত্রের রাত– হয়তো আমি গ্রাস করতেও পারি।

২৪০১০৬

তুমি আমি ভূমিধসে নেমে গেছি বহুদুর শীতল পাথর। তুমি ভাসমান জল হলে আমি ভাসমান বরফ তোমার উপর। ভূমিধস অনেকদিন উষর প্রহরা– তুমি উত্তরের ঢেউ এসেছিলে অমৃত অধরা। অধরা তোমার নাম কী? শূন্যচোখে উড়ছে পাখি মেঘের পাল্কি।

২৭০১০৬-৩

মৃত্যুহীন তালে শুচি হয় আরক্ত বালিখাতা তোমার উরুদেশে। কুয়াশার মশারি আমাদের আড়াল দেবে জলছোঁয়া চুম্বনের ক্ষণে। তারও আগে লেখা ছিলো আমাদের গন্তব্য। কেউ কি জানতাম? আর তোমার দুটিচোখের তরুশাখে দুইটি চিল ডানা মেলে- আমি তাকিয়ে থাকি।

৩১০১০৬-৩

মোমবাতি জ্বলে কোথাও সারাদিন। আমরা তার ধোঁয়াহীন ক্ষয় হওয়া দেখি। বাতিদান খুঁজি তার নিখাদ অন্ধকারে। ক্ষয়িষ্ণু আলোর মড়কে সাজাই কাদারত উপহাস। কোনোদিন উপহাস আসবে নদীজলে ভেসে। ভেসে যাওয়া জলে হাঁসের পালক ভিজে যাবে। অমৃত আষাঢ়ে ভিজে ক্ষয় হবে কচুপাতার বন। আর নিজেকে ভালোবেসে আমি নিজেরই জন্যে জমাবো একফোঁটা ঘৃণা। কেউ জানবে না। আমাদের বৃত্তের বাইরে হয়তো আমিই থাকি- কেউ জানে না।

১৮০২০৬–৩

চৌদ্দফেব্রুয়ারি কারো সাথেই কথা ছিলো না। তারপরও সে একজন এলো। শুধালাম তুমি কে? বললো, আমি বসন্ত। বসন্ত বামপাশে এসে দাঁড়ালো উলম্ব– ফাগুন। হাঁটছিলাম পলাশবনের পাশরাস্তায়। পড়ে ছিলো একটি গোলাপ– রক্তাক্ত, থেতলে যাওয়া শরীর তার। পুনর্বার গোলাপের রক্ত দেখতে ইচ্ছে হলো– মাড়িয়ে গেলাম। বসন্ত আমার সাথে কি তারপরও তুমি যাবে?

২৩০২০৬–২

এইখানে বৃষ্টি নামুক– লেবুপাতায় ফুরিয়ে যাক দিনের উত্তাপ। কারো চোখের তীরে শাদাফুল ফুটে উঠবে। কান্নার রাতগুলি বর্ষায় মিশে যাবে। সমুদ্রের ঢেউয়ের ফনায় নাচবে দুলে দুলে। তুমি আসবে। তুমি আসবে। তুমি আসবে। বাতাস কেঁপে উঠবে। কেঁপে যাবো সুতীব্র শরীর।

২৫০২০৬–১

খুব ইচ্ছে করে নিশ্চিত ভোরের আকাল। ইচ্ছেটা দানা বাঁধুক। ফুরাক গতকাল। সিলিংফ্যানটা ঘুরছে শুধু চারদেয়ালের মাঝে। ইচ্ছেটা তার পাখায় উড়ছে অনাকাজে। অনাকাজ ঘোর পড়ে থাকে ফাঁকা মেঝে। মেঝেতে রঙপ্রাণ। চোখ উড়ে রঙকানা রাতে। রাতভর বর্ষণে খাক হবো এশলাশরীর। ইচ্ছেটা দুলে উঠে, স্বমেহনে হয় অবলীঢ়।

২৭০২০৬–৫

এখানে লবণের মাঠ ছিলো বিরান। গাছ লাগাতে গেলাম– চারাগাছ মরে গেলো। রাতে বৃষ্টি হয়েছে। বৃষ্টির আগে ঝড়। ঝড়ের টানে উড়ে আসে পাতাদল। তারা জনে না একটি কথা– এইখানে একদিনও গাছ ছিলো না।

১৮০৩০৬

সত্যবালিকা, তোর সত্যের দশা নীল। ছিন্নবসন যেনো বা কুসুম- দোলালে শরতে মেঘের কোমলতা ম্লান জেনে অহঙ্কারে নত হবি সুর্যের দংশনে। তোর আঙুল শাদা অক্ষর, লিখে দেবে বিষাদের ঘর। ওই ঘরে কুসুমিত তুই। সুধাটুকু অরণ্যকে দিও; রেখো একফোঁটা বিষ অমরত্বের। এই অমরতা বৃষ্টি হবে কচুপাতার বনে। হয়ো তুমি ওই বনের বিশুষ্কমাটি। সত্যবালিকা! বুক পেতো চুপিচাপ শীতলপাটি।

০২০৩০৬-৩

আমাতে অনেক পড়তে হবে। এইসব পড়া কলাপাতায় আর কচুপাতায় আছে। অন্য অনেক পাতার মধ্যেও আছে। এইসব বিদ্যমানতা বৃষ্টির সময় বুঝা যায় কিছু। বাকিটা বুঝে নিতে হয়। ধুলি আর কাদার মধ্যকার দুরত্ব কতো- এইসব জ্ঞান খুব সম্ভব পাতায় লেখা আছে অথবা ঘাসের জানুদেশে।

২০০৩০৬–৬

একফালি সরুপথ বাঁধা পড়েছিলো কোনোদিন। বাঁধা পড়েছিলো একখানি পাখির পালকে। কালরাত্রির ডানা ছায়া ফেলেছিলো বায়ুতে। এইসব নিষ্ঠুরতা দুইপাশে কামিনীর ঝোঁপ। মাঝে পাহাড়ের একচিলতে অপসৃয়মাণ সিঁড়ি। এইখানে ছেলেমেয়ে পাশাপাশি বসা নিষেধ। তাকে বললাম, এইখানে বর্ষাকালে বৃষ্টি হয়।

০২০৪০৬

মাথার উপর রোদ। সারাটাদিন তোমার প্রতীক্ষায় তাকে পথ। ভাবে তুমি আসবে। বুকের পরে কোমলছায়া ফেলে হেঁটে যাবে। তুমি যখন আসো সন্ধ্যা নামে। পথ জানে তোমার ক্লান্তি। তুমি এসেছো আর। পথ তোমাকে নেয় না। কেনো না তুমি তখন ছায়াহীন।

২২০৪০৬-২

ওই পথে গেলে পাহাড়পোড়া ছাই উড়ে এসে বসে চুলে। এই কথা কেউ জানে না। আমি জানি, আমি জানি। ওই পথে তার কাছে লেখা আমার চিঠিগুলি বকুল- ঝরে পড়ে থাকে সারি সারি বকুলগাছের তলে। এইকথা সেও জানে না। আমি জানি, আমিই জানি।

পাহাড়ে যারা আগুন ধরায় তাদের সাথে আমার পরিচয়- তার ছায়ার সাথেই মূলত যেমন আমার প্রণয়। ওই পথে আমি হাঁটি ভীষণ একা। ওই পথের পাশের প্রাসাদে তুমিও থাকো একা।

২৪০৪০৬-২

পূর্বরাগে মেতেছিলাম তার মন্দিরে। মন্দিরের গায়ে পোড়ামটির ফলক। ফলকে গভীর চিত্র লেখা ছিলো। পূর্বরাগ তাকে আগুন থেকে বানালো জলস্রোত। আমি আকণ্ঠ জল পান করি। মন্দিরে এখনো বৃষ্টির কারুকাজ। কারুকাজে প্রোথিত তাহার লাজ। সে ভুলে আছে সমস্ত। আমি ভুলে আছি পোড়া মাটি। মনে আছে নদী! লজ্জা শেষে বীণার তারে ছিঁড়েছিলো অন্তরাগ।

৩০০৪০৬

বৃষ্টি হয়েছিলো সন্ধ্যার পর। বৃষ্টির আগে ঝড়। কদমের দুইটি ডাল ভেঙে গেছে ঝড়ে। ঝড়ের টানে মেঘ সরে গেলে জেগেছিলো সন্ধ্যাতারা। তারাটি ভিজে গেলো আমি দেখলাম।

কোনোদিন ভীষণরাতে বৃষ্টি হবে। আকাশের তারাগুলি বৃষ্টিতে ভিজে যাবে হবে আমার চোখের মতন সহজ। তুমি কি সেদিন আকাশ দেখতে আসবে না, প্রিয়তম চিল?

২৭০৫০৬

বৃষ্টিতে ভিজে গেছে স্মৃতিমাখাধনুকের বিষ। এইবিষ অমরতার চিহ্ন ধরে এসেছিলো কাছে। হায়! মায়া মহিমা, তোমার উত্তরপাড়ে অশ্রুতনু লাভাকুসুম ফোটে। আমি যাবো যেখানে উৎস। তীরন্দাজ বাসা বেঁধে আছে ছায়াময় আলোয়। আমার বৃষ্টি দুইফোঁটা আদিমপাপ– সৌন্দর্য ধারন করে আছে। যে কাছে আসে আমার চুম্বন প্রোথিত হয় তার দেহের ললিত সর্বনাশে। ওইখানেই বিষ অমরত্বকে বিগ্রহ করে।

২৭০৫০৬-২

পাড়ের খবর বিহ্বলতাকে ছুঁয়ে পড়ে থাকে। উড়ার কথা থাকে তারপরও তার ভিতরে। ভিতর বাহিরকে ডাকে অন্ধকারে। সেখবর জেনেছি বলে দণ্ডিতশ্বাপদ গুটিয়ে সনখ আছি তোমাদের পাশে। আকাশের সবতারা বৃষ্টি হলে চক্ষুকে বানাই তারার চোখ। যে কাঁদে সেই বাঁধে। বাঁধন বড়বেশি উদ্ভিন্ন করে দেয় যাকিছু প্রকাশ। পাড়ের খবর পায় না প্রকাশিত হওয়ার নিবিড় অবকাশ। বাহির, আমাকে নাও– আমার নখে আছে আনন্দের যন্ত্রণা।

০৩০৬০৬

তাহার চিঠি পড়েছিলাম তেতুলপাতায় লেখা। তাহার মনের কথা বৃষ্টি ঝরেছিলো তেতুলখাতায়। তাহাকে পড়তে গিয়ে হলাম বৃষ্টির পাঠক। আর সে বৃষ্টির মধ্যে কাঁপে অচিন বাতাস। ইদানীং তেতুলের বন ঝিমিঝিম ডাকঘর। প্রিয়তম হাওয়া, তুমি হও এইখানে অবিনাশি ঝড়।

২৪০৬০৬

ছাইমাখা বর্ষায় পরিণত কীটের কাল দগ্ধ, রামধনু নিমন্ত্রণে। নিত্য ছুঁয়ে যায় অচিন উড্ডিনতা। যাহা একটু দুরে– ঘুড়িকাল তার বিশালতাকে প্রহসন বানায়, অবলীলায়। বাঁকাপথের আয়োজন কাউকে ভাসালে– কেউ দাঁড়িয়ে থাকেন কাকতাড়ুয়া। আমি কাকতাড়ুয়া নই– আচানক রামধনু।

২৪০৭০৬–২

নদীতে বৃষ্টি এলে জলের তলের মাছ উড়ুক্কু। রূপবতী বৃষ্টির মোহ মাছেদের এই বর্ষণ রাত্রিকে দেয় সমাহিতরূপ; যাকে আমি চিনি– তার পথচলার গল্প অনুরূপ।

১১০৮০৬

একটি মাছের কালবেলা জলচোখ দীপ্র। জলঘরে বৃষ্টি এলে রোদের আকাল বুঝে না জলজ মলিন। নির্ঘুমসন্ধ্যার কোলে ছড়ানো ফুলগন্ধ জলের অতলে খুঁজে ফেরে মাছ। দীনতার উঠানে রোদ নামে; দীনতার জল রোদ পান করে। একটি মাছ সাঁতরে বেড়ায় একই জলে।

১৮০৮০৬

একটি ট্রেন আমাদের ঘিরে বৃত্ত তৈরি করে। তারপর বৃত্তের বাইরে চলে যায়। আমরা ভাঙারাস্তায় ঘাসে বসে আছি। দিগন্তের দেয়ালে তাকিয়ে আছি। পোস্টারের মতো সেঁটে দিচ্ছি চোখের মায়া। এইখানে নির্জনতা ছিলো নৈঃশব্দ্য। ট্রেনটা প্রথম ভাঙলো নৈঃশব্দ্য। আর চারজন সন্ধ্যা ধীরে এসে মুখর জনতা। আমি তার দিকে তাকালাম, সে আমার দিকে। অতঃপর আমরা বিভাগ হলাম।

১৯০৮০৬

অমল বৃষ্টির রাতে আমিও ছিলাম মনখারাপ নিশ্চুপসুন্দর। এতো হংসমিথুন সাঁতার ওইধারে জলের উপর– আমি টের পাই নি বিদেহি বাতাসে। অন্ধকারের গন্ধ চিনে স্তব্ধভোর নিজেরই মধ্যে। হারানোসৌরভের খোঁজে কেউ বসে থাকে না ক্লান্তিহীন পথের নৈর্ঋতে, আমি থাকি। এইসব জড়তা কোন ধ্যানের পল্লবিত বিস্তার? জন্মান্ধ জোছনা বসে থাকি– হেঁটে বেড়াই বাঁশফুল মুগ্ধতায়।

২৯০৮০৬

আমার বিশেষ বাদলাদিনের প্রান্তে তোমাকে খুঁজি নি অলিখিত সুর। তুমি বসেছিলে বহুদুর– প্রসন্ন উত্তরে শুয়ে থাকা চিল। ঝিলমিল রঙ রৌদ্রে, অমিল ভুলের অপরূপ মিছিল। আমার সন্ধান ঝরে যায় স্মৃতি, আমার বৃষ্টি আঁকে বিস্মৃতি।

৩১০৮০৬

আকাশভর্তি শরৎকাল ছিলো শাদা। তারপরও বৃষ্টি এলো সকালে। সেটাও কারণ নয়। কেনো বাহিরে যাই নি জানি না। দিনটা বড় দীর্ঘ হয়ে গেলো। এই গ্রামে থাকি শহরশেষে। দিন, তুমি সন্ধ্যার পর আমাকে শহরে নামিয়ে দিও– ডাক্তারের কাছে যেতে হবে।

১৫১০০৬–২

ওইখানে হা হা করে নিমপাতা ঝরে। ওইখানে আনন্দগান চোখের গ্রামে। আমরা বালিঝড়ে অক্ষয় সহজ শ্রাবণ। আমরা গোপনে শৈশব চাষ করি। এই চাষে সহজ যাকিছু সুবোধ। এই চাষে কঠিন রূপালীপাখি। আমি আর ছায়া সহজ হিশেব। আমাদের গ্রামে আছে জলের আধার। আর ধূলিকণা তুমি ছিলে সুদীর্ঘ হাহাকার। অথবা আনন্দগান। তুমি, আমি, ছায়া আমরা তিনজন– বালিঝড়ে অক্ষয় সহজ শ্রাবণ।

২৪১২০৬

সে গন্ধহীন ভুলের ঢেউ এসে লেগেছিলো বুকে। তারপরও পেয়েছিলাম প্রিয়তম ধূলির ঘ্রাণ। শীতের বাতাস চুলের ভাঁজে ঝিরিঝির মৃত্যুর শীতলতা এনেছিলো। সে বিপুল উষ্ণতা এনেছিলো এই গ্রাম আর শহরতলির গাঢ় ছায়ায়। তার ভুল একটি আঙুল ছুঁয়ে গড়িয়ে পড়েছিলো। আর সে নিমপাতাটির গোপন অন্ধকার আমাকে দিয়েছিলো।

২০০৪০৭

কান পেতে থাকি নিজের করতলে। উষ্ণতা রীতিবিরুদ্ধ হিম। আঙুলের জোনাকে স্যাকারিন ঝরে। মাছ ও মৎস্যের জাল আছে জীর্ণ কফিন। সে গোলাঘরে গায় ধানগান শস্যগন্ধ। স্বেদাতুর আঁচলে বাসনালগ্ন হাঁস। হাঁসের ডানায় ঘুড্ডিআকাশ উড়ে। বেহাল বেতবনে কাঁটাগুলি অধরা কণ্টক। সেখানে যাবে সে। আমি কানপেতে আছি। আমি কানপেতে আছি। তার আর্তস্বর শুনতে পাই। তার সকলস্রাবজোছনা সকল গ্রহণ চিনি আমি চিনি চিরদিন বৃষ্টিধারা জলে, তাকে ছুঁয়ে কানপাতি নিজেরই করতলে।

২০০৪০৭-৩

বৃষ্টির দাগ লুকিয়ে রেখেছি বাঁশবনের একটি পাতায়। একটি পাতায় কাঁপে চিরদিন জল। জলের ইঁদারায় ধূপের গ্রামখানি ঝিমধরা মুহূর্তের দেয়াল। আটকে রাখে অহমিকা আর জন্মান্তর। তিনপ্রান্তরের তিনটি শাদাফুলে অনাবৃষ্টির চিহ্ন। এই চিহ্ন কেবলি বাঁশবনের প্রতীক্ষায় রত। আমার আরতি লুকিয়ে থাকে চিরদিন বাঁশের ফুল। তেপান্তর জানবে না বাঁশবন আমার মাথার চুল।

৩০০৪০৭

কোরাসে তোমার কণ্ঠস্বর শোনা গেলো। শোনা গেলো উড্ডীন শয্যার করতলগত- যার অধর বিষে রঙিন। তোমাকে টানে নি সবিনয় ভুল। আমি নীলরঙ ওষ্ঠাধর গুঁজে দেবো কার ঠোঁটের খোঁপায়? যেদিন বজ্রপাতে নীল হলো বৃষ্টির শব্দ। তোমরা দুইজন দ্বৈতসত্তা- আমাকে আলোড়িত করেছো। ভিড়ের মধ্যে স্বেদগন্ধে চিনে ফেলি তোমার শরীর। কোরাসে কণ্ঠস্বর জমা রেখে হারিয়ে যেতে চাও ভিড়ে। একটু দাঁড়াও! দেখো, অধরে বিষ এনেছি।

০৬০৫০৭

আমার ছড়িয়ে থাকা রাত– সপ্তবন্ধগানের করতাল বৃষ্টি, বৃষ্টির ক্যানভাসে আঁকা ঝড়ের বিদায় শব্দ– সূর্যের উত্তরে অন্ধকারে জেগে উঠা স্তব্ধতার ঘোর– এইসব আমাকে দিয়েছে চরাচর। বর্ষাস্নাত চাঁদের ক্ষয় দেখেছি। তার হাত চক্রমনে ক্রমশ নিহত মৃত্যু। সেই মৃত্যু অভিলাষ করি; আর বুকখোলা জেগে থাকে আমার ছড়িয়ে থাকা রাত। আর রাতের নিঃস্ব খড়খড়ি।

২৪০৬০৭

ভাঙারাতের সপ্তক নিজেই বাজে– নিজেকে যেমন নষ্ট করি। আকাশের ডালপালা নড়ে সকলি। একদিন আমাদের ছিলো কচুপাতার বন। বৃষ্টি হতো কচুপাতার বনে। অথচ নিবিড় ভিজে যেতাম আমিই– এখনো যেমন। আমার কোনো শ্রাবণ ছিলো না নিজের। আমার কোনো শত্রু ছিলো না। এখনো নেই। আমিই সবার শত্রু হয়ে গেছি বহুদিন। ভাঙারাতের সপ্তক বাজায় নিঃসঙ্গ বীণ।

২০০৯০৭

নিষিক্ত শব্দতীরে ঘুমিয়ে পড়া রাতের করতল হয়ে উঠা উন্মত্ত কুসুম! কার কাছে ঘুম? তুমি এখনো আমলকির পাতা ছুঁয়ে সবুজ। সে এখনো কাদাগন্ধে নিঝুম। আমি হাতের চেটোয় জোনাকির মৃত্যু– আলোকে হত্যা করে সিঁড়িঘরে একা। কারো সাথে দেখা নেই– সমস্ত নিঝুম; মদালস শব্দতীরে জাগছে কুসুম।

১৮১০০৭

একদিন মনে করে নিভিয়ে দিয়েছো দুপুর। এখন রাত্রি জ্বলে উঠে, সারারাত ধরে জ্বলে। আমার উৎফুল্লচোখের গাঁয়ে ঘনে উঠে ঝিমধরা শহর। খরকুটো কুয়াশার গন্ধ জলস্মৃতি উত্তর। তুমি সোমরস, ঘুমঘরে নৃত্য। অন্তহীন শাড়ি উড়ে শেষে, প্রকাশিত পাড়ে হাওয়ালিপি সুর; একদিন মনে করে নিভিয়ে দিয়েছো দুপুর। ছায়াছবি ধীর। একখানি আলো; পাতাসিঁড়ি ভিড়ে ছায়া দাঁড়ালো। শাড়িরঙ শাদা– শাদাশাড়ি উড়ে; প্রকাশিত পাড়ে তার বনের মুকুর; একদিন মনে করে নিভিয়ে দিয়েছো দুপুর।

০৮১২০৭

ওইধারে বনে বনে পৃথিবী নিঝুম একাকী। রাত্রি হলে হরিণীরা নির্ঘুম রাতভর। নিকটে নোনতাজলে সমুদ্র জ্বলে। কোন নুন জ্বলে উঠে বুকের পাড়ে? চিহ্নহীন লজ্জার জামা পরিধান! আমাদের গাঁয়ে পেকে উঠে ধান– রোদের। আমি, তুমি, সে হাত ধরে হাত ছেড়ে দেই।

২৬১২০৭-৮

অথবা তার হাতখানি আমার উরুতে প্রোথিত। তাহার মুখ আমার স্রোতে ঘননীল শঙ্খ, শঙ্খরঙ আকাশ– তার দাঁতের ঝিলিক। আমি বিবশ হয়ে যাই ছাব্বিশবছর। আমি রঙ পান করি। আর স্বেদগানে ম্লান হয় সমগ্র ভাঁটফুল। অথবা তার স্তনদল নিমিঝিমি ঘাসের বকুল।

২৭১২০৭–৩

তুমি আমায় খুঁজে আনো– আমায় খুঁজে আনো পাতার ভাঁজ খুলে। যাও, কোথাও রৌদ্রে যাও– ওখানে থাকি রঙ আর গন্ধে, পাতার ভাঁজে শব্দ যদি থাকে– শব্দের ঘরে দাগ দিও শীতের; শীতের পাতা একদিন আমাকে রেখেছিলো।

২৭১২০৭–৪

কাদা আর বৃষ্টিপাত– উতল সঙ্গম– শরীর ঘূর্ণি; ঘূর্ণি ভাষা বুঝে ছিন্নমূল পত্রালিকা– ভুলে যাওয়া ব্যথা– এখনো অনির্মিত আছে কেউ। ধীরে অস্ফুটে বলা কথা দিগন্তের কানে ঝুলে আছে।

২৭১২০৭-৫

আমি স্বপ্নের দরোজায়। তোমারও আগে এইখানে ঝড় ছিলো হাওয়া। আমার উত্থিত রক্তে ধরেছি সমুদ্র। আর ঝড়ের মৃত্যু হলো। ফেনাগুলি ভেসে আসছিলো আমার দিকে- তুমিতো উৎসে ছিলে তারও আগে। আমি আনন্দকে অতিক্রম করে সরে এলাম। এবং ঘুমিয়ে জেগে উঠলাম আবার। কিছুই বলার নেই- মন্ত্রণারহিত সকল অন্ধকার।

২৭১২০৭-৬

আমরা জন্মান্ধ। তুমি হাঁটতে হাঁটতে থেমে গেলে- শিখতে চাইলে কিভাবে হাঁটতে হয়। যখন ঘুম আর শীত একসাথে আসে- যখন চোখের ঘুম রাতকে ভালোবাসে- যখন ঘুমের রাত্রি জাগরণকে ডাকে- আমি তোমার দিকে সরে আসি- বনে আর মনে তোমাকে খুঁজি- তোমাকে শোনাই আলো এবং আঁধারের আখ্যান- তুমি মেনে নাও হেসে- কখনো আমাকে ভালোবেসে।

৩০১২০৭

সে আসে বাহির হতে। সে দ্বার ভেঙে আসে। তার মুখে হাসি। সে আকাশে তাকায় যখন– ঝিরিঝির বৃষ্টি নামে। একফোঁটা বৃষ্টি হলে চোখের ভিতর– সে আমার একফোঁটা নির্জন ঘর।

৩১১২০৭-২

শব্দের বানে ডুবেছে সন্ধ্যা। কারো টানে হাওয়াটিও কাঁপে। প্রচণ্ড শৈশবে ঘাস চুরি করে পালিয়েছিলো কেউ। সেই ঘাসের গন্ধ আমার শরীরে। সন্ধ্যার রঙ পাল্টে দিই ক্রমশ। পকেট থেকে বের করে জ্বালাই লোবান। ধূপগন্ধ সত্যের বিষে অমর হবো– তুমি সাথে থেকো।

২৯০৬০৭-২

আমার স্বপ্নের বন, তুমি ঘুমোও। পাতার ভাঁজে লুকিয়ে রাখো ক্ষত। শিশির এসেছিলো বৃষ্টি। ঘুমোও দাবানল আসবে। পদপারে মর্মর নিয়ে ঘুমোও। গোপনে সরিয়ে রাখো নিজস্ব স্বর। আমার স্বপ্নের বন, তুমি ঘুমোও– পীতাভচোখের রাত আসুক। পাতার গন্ধে উদ্গত সুখ, ভরে নাও অন্ধকার অসুখ।

১৯০৭০৭

আমরা একদিন বৃষ্টির ভিতর ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তুমুল বৃষ্টি হচ্ছিলো সেদিন। বৃষ্টির রঙ শ্মশান। বৃষ্টির ফোঁটাগুলি ক্রমে ঘাসপাতায় রূপ নিচ্ছিলো। আমি ডুবে যাচ্ছিলাম সবুজের ভিতর। আমি ডুবে যাচ্ছিলাম ছাইয়ের ভিতর। গতজন্মের শ্যাওলা শরীরে জেগে দেখি বৃষ্টি নেই– বৃষ্টিসকল বন্যার কাজল, আকাশে নিবিড় রোদের মেঘ।

২৪০৭০৭

আরেক বেদনা আছে বৃষ্টিদাহে। কোনোদিন সন্ধিকালে দুপাড় ভেঙে পুড়ে আসে সুর। বহুদুর ছায়াতলে পড়ে থাকে পদচ্ছাপ ম্রিয়মান– যেখানে উৎসবের খরা উড়ে , বনষ্পতির উত্তরীয় লুটিয়ে থাকে– উত্তরীয় প্রাণ নিয়ে থাকে নিষ্প্রাণ।

০৪০৮০৭

বিলাসী বৃষ্টির মোহে কেটে গেছে রাত। এইযে ভূপালী বেজে চলেছে– এইযে কিশোরীর কণ্ঠে ঠুমরি– জলের উঠানামা নামহীন নদীজলে– সেইযে লিথি বয়ে গেলো ওপারের মরুভূমিতে– আমার লেখা কাগজের পর কাগজ– কাগজগুলিকে আগুন গ্রহণ করেছিলো– সে করে নি– কেউ করে নি ধারণ– ধারণে সক্ষম নয় বলে ওগুলি চিঠি নয়। এইযে কিশোরী গাইছেন ভূপালী– এইযে নদীর শরীরে জলের উঠানামা– এইরাত আর লিথিকে চেনে না– আমার সাথে যেমন সমাপ্তির আর দেখা হয় না!

১৭০৮০৭

আজ রাতে গভীর রাতে জেগে থাকি, জেগে থাকি গভীর বৃষ্টির শব্দে; ছাতের শীতল চর এই শব্দাঘাত ধরে। এই বৃষ্টি সর্বনাশ আনে। তারপরও কোথাও ভিতরে জাগি– জেগে জেগে দাঁড়িয়ে থাকি কম্পমান, দাঁড়িয়ে থাকি সর্বনাশের আরতিতে; আরতিতে রত রতিরক্তমদ। কারো সৌন্দর্য হরণ করে সুন্দর হই। নখরে মাখি আকাশের নীল– সকলি কালো।

আজরাতে গভীররাতে বৃষ্টির প্রণয়। প্রতিটি ফোঁটায় সাজানো সর্বনাশ– আমাকে উন্মাতাল করে; হাওয়ার উরুমঞ্জালে জুড়ে দেয় সূর্য। জেগে থাকি গভীর শব্দে। রাত্রি আর বৃষ্টি অথই, বৃষ্টি ছিঁড়ে আমি সুন্দর হই।

২৯১০০৮

তুমি তো আমার চুলে হাত রাখো নি একদিনও। শাদাফুল দাও নি কখনও করতলে। একদিনও শোনাও নি উত্তরমেঘ। একদিন এই শরীরের সব রক্ত শাদা হবে। তখন তোমার কাছে চলে আসবো চিরদিন। সমস্ত বালুচর ফুঁড়ে বেরুবে কাঁকড়ার দল। তুমি এই চুলে হাত ছুঁইয়ে সমুদ্রের ফেনায় নাচবে শঙ্খ। আর আমি নিজেই শাদাফুল তখন তোমার পদতলে। আর উত্তর আকাশে মেঘে মেঘে কেঁদে যাবে মেঘমল্লার।

১৩১১০৮

বহুদুর বুকে হেঁটে এসে– বহুদুর ভালোবেসে একা– কখনো সহসা ঈর্ষায় নীল। লাল হতে ইচ্ছে হলো বলে হলাম ক্রমশ কালো। এ পাথর সরে গেলে বুক থেকে মেঘ এসে ঢেকে দেবে না পাঁজর। করাতিয়া ভুলে চিরে দিলো শব। এই শব প্রাণহীন বহুদিন বহুদিন। প্রাণ কবে কার কাছে ঋণ! ধুলিগন্ধে বন্দী চিরদিন।

১৯০৩০৯

একটি কান্না ছড়িয়ে রেখেছি মেঘে– একটি কান্না জমালাম আবেগে। বাদল নামো, বাদল নামো– দুর বৈশাখে। আমাদের হাতে তিনটি জোনাকবাতি। আমাদের হাত তো দুইটি হাতই ছিলো। আমাদের আর একটি জোনাক ছিলো– বাদল নেমে তার পরিণাম বলো।

কখনো কেউ রক্তের যন্ত্রণা চিরে– একটি গান তো মরে যায় মরে যায়। পাতালের ছায়া ডেকে ডেকে এশাকার। আমার তোকে নিয়ে গেলো কোনখানে! তুই কি কখনো শুনেছিলি স্বরলিপি? আমার কাঁদন স্বরলিপি হয়ে গেছে। তানপুরাটার ভারি তারটিতে সে– এখন তো রোজ বাদলের গান করে– বাদল নামো, বাদল নামো।

দুর মন্দিরে কীর্তনিয়ার বাঁশি। কার কীর্তন বাজে সে বাঁশির দেহে? একলা ঘুমে শুয়েছে জলপাই বন– লালপাতা তার কান্না লুকোয় শিরায়। আমার কান্না বহুদুর মেঘে মেঘে– বাদল নামো, বাদল নামো। বাদল নামো এলোকেশে।

২৯০৪০৯

যদি আমি মরে যাই কোনোদিন বৃষ্টির ভিতর– আমার চোখদুটি যদি হয়ে যায় বৃষ্টির বকুল– শাদাটে সন্ধ্যায় তুমি গন্ধ নিও কাদার পাশে। তারপর উড়ে যেও তোমাদের দেশের মাঠে– মাঠের খরায় বুনে দিও আমার কান্নারঘ্রাণ।

১৩০১১০

কারো অনূদিত চোখ বুকের ভিতর সমুদ্র হয়ে যায়। তারপর সে ঘুমোতে পারে না। সে কখনো উঠে দাঁড়াতে পারে না আর। জানলা দিয়ে ভেসে যায় তার অন্যজন। শয্যাময় ছড়ানো শস্যের উন্মূল বীজাণু। শিশিরের ফোঁটা সব আলোর ঘুঘুস্বর।

একদিন সন্ধ্যা এসে বসবে মেঝেতে। মাকড়শার নীলাভ জালে মাঘ শুয়ে রিরি। স্বচ্ছ কাচের ভিতর মুখ রেখে রেখাগুলি প্রাণ। কিছুই মুক্ত নয় ঘরের ঝুলকালি একাকার। চারটি দেয়ালের নিত্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠে। চুপিচাপ অস্থির সে দেখে বিছানায় ভাঙে সমুদ্র। নিভে গেছে বিস্তারিত আকাশমণ্ডল। আর বালিরেখায় আটকে গেছে বাতাসের রূপ। কাউকে খুঁজে না সে কাউকে খুঁজে না। খুঁজে খুঁজে নৈর্ঋত ভাঙে অবেলায়। শয্যা তাকে ভাসিয়ে নেয় পাতাবাহারের দেশে। পাতাবাহার তার দুঃখ জানে– যন্ত্রণার অন্ধবোন। রঙের দুঃখ জানে না বিন্যস্ত পটের শহর। সে সরে গেছে অনেকদুরে আরো তিনমাইল উত্তরে। কে জানে কী রেখায় আঁকা হলো এই সকল শীতরাত?

০৭০৩১০

কারো প্রথমকান্না মায়ের কোলে কথা ঠিক নয়। নর্দমার ভাষা বুঝে জেনেছিলো কালকেতু রাত। জেনে যায় বড় হওয়ার ব্যঘাত আর দুরাগত সুর। রাস্তায় গড়িয়ে পড়ে তরল আকাশ। আকাশের পায়ে পায়ে স্বপ্নের পচঁন নির্লিপ্ত কাকাতুয়া। ইশকূলে যাওয়া আসা যাওয়া আসা। দালানের সব স্মৃতি ধূসর পদ্মের কাছে জমা। রাস্তায় গড়িয়ে পড়ে বাষ্পদল। পাণিবদ্ধ দেহের শিয়রে শব্দের ছাই শ্মশানগামী। জল এসে জড়ো হয় কাজলের সাথে। দিন চলে যায় পালে পালে পাল তুলে নৌকো– তীরে এসে ডুবে অর্ধেক। একটি চিল্লুড়ে মেঘ জমা হয় মাথার উপর একাকার– ডেকে ডেকে ভেঙে পড়ে বৃষ্টির শব এধারে। শরীর আর শব বিপরীত বিহারে রত কিভাবে? অচেনা গম্বুজের ভিতরে রাত ধীরে দুপুর হয়ে যায়। প্রথমকান্না মায়ের গর্ভেও হতে পারে কে জানে!

২৯০৬১০

রাতভর জানলার কাচে চোখ রেখে দুরে– কারো মুখ ধীরে হয় বাষ্পকুসুম।
রাতভর দাঁড়িয়ে চোখ রাখি বৃষ্টি অক্ষরে; বিছানায় একলা পড়ে থাকে ঘুম।

বৃষ্টি যেখানে ঝরে শাদা অক্ষর– কেউ ছিলো তার পাশের অন্ধকারে বকুল।
ছাতাখানি উড়ে গেলে তারপর– বৃষ্টি অক্ষর লিখে তার বকুলগন্ধ এলোচুল।

কে কখন বৃষ্টিতে ভিজে যায়! ফুটপাথে নেমে পড়ে তরল আকাশ নীল। কে কখন
বৃষ্টিতে দৃষ্টি হারায় ! তার চোখে এসে আকাশ বুনে দীর্ঘ ঝিল।

২৪০৭১০

তুমি তো কেবল একটি ফুল ছাতের টবে হাপুস বর্ষায়। আমি তোর মুখে সাবলিল ঠেসে ধরি জান্তব শহর। তোমার পাঁচটি পাপড়ি এলোমেলো করি। ওই যে এলোকেশী আঁচল উড়ে সপ্তশাদা সুর– ওই যে ইজিপশিয়ান পারফিউম গোপন বাকশে– রূপজীবার লাশ পড়ে থাকে শীতল মর্গে। মাগীয় সঙ্গীত বেজে উঠে পশ্চিমের চাতালে। আমি কেটে ফেলি তোর আজানুলম্বিত চুলের নল। আহা নলবন! আহা কাশ আকাশ ঢেউ ঢেউ দোল! রূপজীবার পায়ের আঁচিলে কোন বন্দর সংবিধিবদ্ধ? অদ্য মৃত শরীরে দুইফালি আঁচড় আমাকে চেনে না। আমি কমলাকান্তের মধুকর মদ্য চিনে ভাসাই খোল। তরবারি কাটে প্রাচীন নক্ষত্রের পঞ্চঝিলিক।

তুমি কেবলই পাঁচপাপড়ির কোমল মাটিসুধা। তুমি মৃত্যু নও– মৃত্যু মৃত্যু ভান করে ছড়াও ত্রাস। ওই শাহরিক শকুনের জিবে ঝিনুকের ফাঁদ, তার গ্রীবার নিষ্পালক মন্দ্রে গূঢ় শব্দের কাঁপন। এই শব্দাবলি ইথারের ভাষা। তুমি জানো আবেষ্টনে কিছু ক্ষয় হবে না রাত্রিঘাত– বেজে যাবে অনামী ওঙ্কার। তুমি কিছু জানতে না রূপজীবার গোপনগোলাপ।

২২০৬১০

রামধনুর ভিতর আটকে গেছে আষাঢ়ের মেঘ। আটকে গেছে সি আর বি ব্লকের উচা দুইটা দালান– সিগন্যাল টাওয়ার আর জনাকয়েক কাক। বালিকা-কাব্য এখনো ফুটপাথে আতুর নাভীশ্বাস– তার স্মৃতি ক্ষতচিহ্নের।

তুমি যদি রাঙাতে চাও দেহাতি হাতের শিরা– তুমি যদি মাছির পাখনায় দেখো রঙ– মাছি উড়ে আসে কোথা হতে? উৎপত্তি ঘেঁটে আঙিনার ভাঙন জেনে যাবে সে বহুদুর। পরাজিত শোকের শৈত্যে ডুবে আছে ঝড়; ঝড়ের পিঠে দারুণ সর্বনাশ– আমি তার দিকে পিঠ পেতে আছি। রামধনু আর ভাঙে না অর্ধবৃত্ত সুখ। পাঁকে পাঁকে নৃত্য গেঁথে দিলে ফুটবে না পদ্মশিশু। অনেকদূর ভেঙে যাবে গ্রামোফোন দিন। বোতলে বাষ্প রেখে জল উধাও। এখনো রাত্রি নামে শোকেসের কাচে ম্লান অন্ধকার। পিকাসোর প্রেমিকার গালে সিগারেটের পোড়া দাগ। গের্নিকার রেখায় ধসে প্রতিবন্ধি বালিকার কৌমার্য।

আমি তোর দাদা নই চুলের নিভৃত অক্ষর। কে ছিলো তবে আমাকে দেখেছিলে দণ্ডক-বন? হায় ডুবে গেছি মাইল মাইল সাঁতার। একটাও রেখা নেই জরাসন্ধ ভাগ। অভিন্ন ধোঁয়ার ভিতর নির্বাণে ভিন্ন! আমি কি তবে তরঙ্গের ভাঁজে ছিলাম হাঙর– দাঁতের ফলায় চিরে গেছি জলজপাহাড় গুহারূঢ় ঘোর?